ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
Website: www.bb.org.bd

বিআরপিডি সার্কুলার নং- ০৯

তারিখ ঃ ২৬ মে, ২০২২ / ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinance Scheme) গঠন প্রসঙ্গে।

জাহাজ শিল্পের টেকসই উন্নয়ন, রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আমদানি নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার "জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১" প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার আলোকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদ/মুনাফায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২,০০০.০০ (দুই হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয়েছে। এ স্কীম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণীয় হবেঃ

১. শিরোনাম ঃ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম।

২. তহবিলের পরিমাণ ও উৎস ঃ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) কোটি টাকা; বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৩. খাত ঃ এ স্কীমের আওতায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৪. অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ঃ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

৫. তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ এ স্কীমের পরিচালনাগত কার্যক্রম ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে। পুনঃঅর্থায়নের আবেদন পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলসহ তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

৬. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ "জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১" এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাহাজ নির্মাণকারী রপ্তানিমুখী ও স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ স্কীমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

৭. ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানে বিধি-নিষেধ ঃ

(ক) এ স্কীমের আওতায় ডকইয়াড নির্মাণ বা জমি ক্রয়/ইজারার বিপরীতে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে না;

(খ) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক কোন খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে এ স্কীমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে না;

(গ) এ স্কীম হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ দ্বারা কোনভাবেই অপর কোন ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধ বা সমন্বয় করা যাবে না।

৮. সুদ (ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকের জন্য মুনাফা) হার ঃ

(ক) ব্যাংক পর্যায়েঃ অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ১.০% সুদ হারে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে ঃ এ স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪.৫%।

চলমান পাতা/২

৯. ঋণ/বিনিয়োগের প্রকৃতি ও মেয়াদ ঃ

(ক) মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ ঃ জাহাজ নির্মাণের জন্য গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১২(বারো) বছর (৩ বছর + ৯ বছর) মেয়াদে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। গ্রেস পিরিয়ড শেষে ৯(নয়) বছরের মধ্যে মাসিক/ত্রৈমাসিক সমকিস্তিতে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

(খ) চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ ঃ এ স্কীমের আওতায় ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে ১(এক) বছর মেয়াদে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত নিয়মানুসারে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে এবং ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক হলে তা নবায়ন করতে পারবে। তবে, নবায়নের মাধ্যমে কোন গ্রাহক সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছর এ স্কীমের আওতায় ঘোষিত সুবিধা প্রাপ্ত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন বিবেচনায় চলতি মূলধন বাবদ প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে এ স্কীমের আওতায় প্রদত্ত সুবিধার সময় হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

(গ) কার্যাদেশের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ ঃ কার্যাদেশ/রপ্তানি/বিক্রয় চুক্তির বিপরীতে প্রদত্ত ঋণের মেয়াদ সংশ্লিষ্ট কার্যাদেশ/রপ্তানি/বিক্রয় চুক্তির শর্তানুযায়ী মূল্য পরিশোধের সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত হবে। তবে তা কোনভাবেই বর্ণিত সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১২(বারো) বছরের অধিক হবে না।

১০. ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ পদ্ধতি ঃ

(ক) গ্রাহকের প্রয়োজন বিবেচনায় বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে এ স্কীমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করা যাবে;

(খ) ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক বিভিন্ন কিস্তিতে ব্যাংক মঞ্জুরিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, কিস্তির পরিমাণ ৩টির কম হবে না।

১১. তহবিল প্রাপ্যতা ঃ ব্যাংক নিজস্ব নীতিমালার আওতায় কোন গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। তবে, এ তহবিলের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর পূর্বে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন হতে তহবিলের প্রাপ্যতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। তহবিলের প্রাপ্যতা বিষয়ক আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণসূচী ও পরিশোধসূচী (repayment schedule) সংযুক্ত থাকতে হবে।

১২. পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিলের সময়সীমা ঃ কোন নির্দিষ্ট গ্রাহকের অনুকূলে এ তহবিলের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের জন্য তহবিলের প্রাপ্যতা বিষয়ক আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে। চলতি মূলধন ঋণের নবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের আবেদনের প্রেক্ষিতে নবায়নকৃত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

১৩. পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের পদ্ধতি ঃ তহবিলের প্রাপ্যতা বিষয়ক আবেদনের সাথে সংযুক্ত বিতরণসূচী মোতাবেক ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক বিভিন্ন কিস্তিতে গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে। ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ পরবর্তীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন বরাবর আবেদন করবে। অর্থের প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন কিস্তির বিপরীতেও ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

১৪. আদায় ও তদারকি ঃ

(ক) তহবিলের প্রাপ্যতা বিষয়ক আবেদনের সাথে সংযুক্ত পরিশোধসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদসহ সমুদয় ঋণ/বিনিয়োগ অংশগ্রহণকারী ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করবে। ব্যাংক নির্ধারিত সময়সূচী মোতাবেক ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায় করা হবে;

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

(গ) ব্যাংক এ তহবিলের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করবে। বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে ঋণের মেয়াদকাল বা পরবর্তীতে যে কোন সময় উদ্‌ঘাটিত হলে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থের উপর ২ শতাংশ হারে জরিমানা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে আদায় করা হবে;

(ঘ) পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক সরবরাহ করবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, আদায় এবং সদ্ব্যবহারের বিষয়াদি নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবে। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করলে সময়ে সময়ে এ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক শাখা এবং ঋণগ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

চলমান পাতা/৩

১৫. অন্যান্য শর্তাদিঃ

(ক) এ স্কীমের আওতায় গৃহীত চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের স্থিতি মঞ্জুরীকৃত ঋণসীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তবে সুদারোপসহ অন্য কোন কারনে তা মঞ্জুরীকৃত ঋণসীমা অতিক্রম করলে প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ১০(দশ) দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধ/সমন্বয় করবে। অন্যথায় সীমাতিরিক্ত ঋণদায়ের উপর ব্যাংক প্রচলিত হারে সুদ আরোপ করতে পারবে এবং তা গ্রাহকের দায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় কোন গ্রাহক ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ করলে উক্ত গ্রাহকের যাবতীয় লেনদেন আবশ্যিকভাবে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণকারী ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে হবে;

(গ) ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ সুবিধা মঞ্জুরী/বিতরণ, প্রয়োজনীয় জামানত গ্রহণ, ঋণ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সম্পাদন, ঋণ-মূলধন অনুপাত (Debt-Equity Ratio), ঋণের সদ্ব্যবহার ও ঋণ বিতরণ পরবর্তী তদারকির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাসহ বিদ্যমান অন্যান্য আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অনুসরন করবে;

(ঘ) শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাদির ব্যত্যয় না করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ তহবিলের আওতায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করবে;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত অত্র নীতিমালা/নীতিমালার অংশবিশেষ সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো ।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০২৫২।